



News Clippings

on

**Seminar on Natural Resources, National Income  
and Planning in Bangladesh**

Wednesday, 16 March 2016

BISS

# বিআইআইএসএস-এর সেমিনার পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

## ইস্তফাক রিপোর্ট

প্রাকৃতিক সম্পদ উৎসে পরিবেশের ক্ষতিসহ সব ধরনের পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এ দাবি জানান। 'প্রাকৃতিক সম্পদ, জাতীয় আয় এবং বাংলাদেশের পরিকল্পনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইআইএসএস-এর জ্যেষ্ঠ গবেষক ড. মাহফুজ কবির। তিনি বলেন, প্রথাগতভাবে আমরা জিডিপিতে পরিবেশগত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করি না। কিন্তু বিভিন্ন দেশেই পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতিকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। আমাদেরও বিষয়টি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক একেএম আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, এমপি। প্যানেল আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

ড. বদরুল ইমাম বলেছেন, বাংলাদেশে সব সময়ই পরিবেশ ইস্যুটি অবহেলিত। কিন্তু পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে উৎস জ্বালানি দরকার (গ্যাস ও কয়লা) তার

মজুদ অফুরন্ত নয়। আর গ্যাস ও কয়লা উত্তোলনে যে পরিবেশগত সমস্যা তৈরি হবে তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। এটি সরকারের বিবেচনা করা দরকার। বিশেষ করে কয়লা আহরণ করলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যা হবেই, তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রসঙ্গে এই ভূতত্ত্ববিদ বলেন, মাত্র ১৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সুন্দরবনকে ধ্বংস করা ঠিক হবে না। তাই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে সুন্দরবনের কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হবে তা হিসাব করা দরকার।

বিভিন্ন দেশে পরিবেশগত  
ক্ষয়ক্ষতিকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি  
উঠেছে। আমাদেরও বিষয়টি নিয়ে  
ভাবার সময় এসেছে

আবুল কালাম আজাদ বলেন, বেশিরভাগ উৎপাদনের ক্ষেত্রেই পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেমন ইটভাটা বা চিংড়ি চাষে পরিবেশের ক্ষতি হবেই। কিন্তু পরিবেশের এ ক্ষতি বিবেচনা করতে গেলে সরকার

কোনো উৎপাদন কাজেরই অনুমতি দিতে পারবে না। এ ক্ষতি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে এর ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি যদি হঠাৎ করে ৩ শতাংশে নেমে আসে তখন কী হবে সে বিষয়টি ভাবা দরকার। তাই জিডিপিতে পরিবেশের ক্ষতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে কী না তা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেন, সুন্দরবন রক্ষা করা যেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঠিক জীবনের ব্যবস্থা করা। আর আমাদের সরকার জনগণের কাছে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে—ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেয়া। তাই আমাদেরকে আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। আর সব কাজেরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকবে। তা বিবেচনা করেই আমাদেরকে এগুতে হবে।

ইস্তফাক  
২৭-০৬-০১৬

বাধা দূর করেই  
উন্নয়ন কাজ  
চালিয়ে নিতে  
হবে ॥ অর্থ  
প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান বলেছেন, দেশের উন্নয়ন ঠেকাতে অনেক বাধাই আসে, তবে সেই বাধা দূর করেই আমাদের উন্নয়ন কাজ চালিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা জনগনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছি, সেই সব প্রতিশ্রুতি আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিস (বিস) আয়োজিত 'ন্যাচারাল রিসোর্স, ন্যাশনাল ইনকাম এ্যান্ড প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিস মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা যখন নির্বাচনে অংশ নিয়েছি, তখন জনগনের কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখবো জনগন এটা বিশ্বাস করে আমাদের ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দারিদ্র বিমোচন করবো, রেলপথ-রাস্তাঘাট তৈরি করবো, খসড়া-খসড়া করে মন্ত্রিসভা

দিনে এসব প্রতিশ্রুতি আমরা জনগনকে দিয়েছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, অনেক উন্নয়ন কাজের শুরুতেই নানা আলোচনা হয়, সমালোচনা হয়, নানা ধরনের বাধা আসে। আলোচনা সমালোচনা নিয়েই আমাদের চলতে হবে। সব কিছুর পরেও জনগনকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করতে পারছি কি-না, সেটাও দেখতে হবে। কারণ আমরা শুধু সরকারই নই, আমরা এদেশের নাগরিকও।

মার্চ মাসকে স্বাধীনতার মাস হিসেবে স্বরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটা মার্চ মাস। আমাদের যত নব জাগরণ, যত নব চিন্তা, এই সব কিছুর মলেই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা। আমরা দীর্ঘ পরাধীনতার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। দেশকে ফসলি জমি হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রথম বারের মতো আমরা আমাদের খামারের মালিক হয়েছি। এখন আমাদের ফসল ফলাবার সময়। নানা ধরনের বাধা আসবে, সেগুলোকে মোকাবেলা করেই আমাদের চলতে হবে বলেও মন্তব্য করেন

তিনি। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা সরকারে যারা আছি, তাদের প্রতি অনেক দায়িত্বও আছে। জনগনের খাদ্যে জোগান দিতে হবে, দেশের মানুষকে সুখী করতে হবে।

দেশের মানুষ যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব) একেএম আব্দুর রহমান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। বিসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মাহফুজ কবির সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, ভূগোল বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. বদরুল ইমাম এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

ফেসকট

১৭-০৬-০১৬

# Experts call for calculating 'green' GDP

## FE Report

Bangladesh needs to calculate Green Gross Domestic Product (GDP) instead of traditional national income accounting system to consider valuation of subsoil minerals by using System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), speakers said.

They, however, said the country needs to balance between taking care of environmental degradation and development.

Bangladesh does not afford to follow all standard producers of environmental aspect in the path of development, they added.

Replying to the concern raised by a number of speakers about the possible damage that might happen to the Sundarbans after the implementation of Rampal Power Plant, state Minister for finance Abdul Mannan said the Sundarbans is certainly "our priority but saving future generation is more important."

"We committed to people to make development, provide electricity, build roads etc and we have to do that even by doing some damages to our environment," the state minister said.

He was speaking as the chief guest at the seminar on 'Natural Resources, National Income and Planning in Bangladesh'.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS) organ-

ised the seminar at its office in the city.

BISS Senior Research Fellow Mahfuz Kabir presented keynote paper titled 'Valuation of Subsoil Minerals: Application of SEEA for Bangladesh'.

In his keynote paper, Mahfuz Kabir said his study aims at undertaking valuation of three most important sub-soil minerals, viz. natural gas, coal and hard rock using SEEA, which has not yet undertaken in Bangladesh.



He said the valuation of selected sub-soil minerals provides a few powerful insights into conventional national income accounting.

"The resources are extracted or depleted to earn income for the life of their respective stocks, and revalued for increasing or decreasing the value of the stock..." he said.

He also said there might be unexpected events like depreciation or catastrophic losses in which the physical stock is also depleted without earning income, which are also deducted from the physical and monetary balance sheets.

He said the paper reveals that the GDP in current market price calculated in SEEA is much higher than that of traditional System of National Accounts (SNA) which is currently followed by BBS.

Director of National Accounting Wing of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) said if the country had followed environmental degradation into account during planning of projects, many development projects would not have been successful.

Dhaka University Geology Professor Badrul Imam said environmental damage is inevitable in any projects. "The question is how much we would allow it to happen."

Terming Rampal Power Plant a destructive one, he said destroying the Sundarbans for only a 1,300MW power plant is totally absurd, while Bangladesh is planning to produce 20,000-MW power from coal-based plants only by 2030.

DU Development Studies Professor Rashed Al Titumir said this issue has to be addressed by politicians. Shifting from GDP calculation to Green GDP is a political decision.

He also criticised the BBS for producing unreliable and politically-motivated data.

BISS Director General AKM Abdur Rahman chaired the seminar.

*bdsmile@gmail.com*

*F. Express*

*17-03-016*